দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... JAN 15 1999 ... ...
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ১

83

প্রসঙ্গ ঃ বেসরকারী শিক্ষক

বাংলাদেশের অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বেসরকারী। অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রী এসব প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত এবং বেসরকারী শিক্ষকগণকে অবহেলিত রাখিয়া এদেশের শিক্ষার মানোন্নয়ন কখনই সম্ভব নহে। যদিও পেশাগত দায়িত্ব সমান, তথাপি বেসরকারী ও সরকারী শিক্ষকগণের মধ্যে বেতন এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার ক্ষেত্রে রহিয়াছে বিরাট বৈষম্য। বেসরকারী শিক্ষকগণ মূল বেতনের ৮০% সরকারীভাবে পাইয়া থাকেন, যাহা প্রতিমাসে নিয়মিত পাওয়া যায় না। অনেক সময় ২/৩ মাসের বেতন বকেয়া থাকে। ২০% প্রতিষ্ঠানের দেওয়ার কথা থাকিলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাহা দিতে পারে না আর্থিক অসামর্থ্যের কারণে। বেসরকারী শিক্ষকগণ একটি বেতন স্কেলে সর্বোচ্চ একটি ইনক্রিমেন্ট পান, যদিও সরকারী শিক্ষকগণ প্রতি বৎসর ইনক্রিমেন্ট পাইয়া থাকেন। বেসরকারী শিক্ষকগণ বাড়ী ভাড়া পাইয়া থাকেন মাসিক ১০০/- টাকা। উপরন্তু, তাঁহারা কোন উৎসব ভাতা পান না। ইহা ছাড়াও রহিয়াছে আরো অনেক বৈষম্য। বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে একজন বেসরকারী শিক্ষকের পক্ষে সম্মানজনক জীবন-যাপন অত্যন্ত কষ্টকর। ফলে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ বেসরকারী শিক্ষকেরা আজ হতাশাগ্রস্ত। কাজেই শিক্ষার মানোন্নয়নের স্বার্থে বেসরকারী শিক্ষকদের মূল বেতনের ১০০% সঙ্গতিপূর্ণ বাড়ীভাড়া, বাৎসরিক ইনক্রিমেন্ট ও উৎসব ভাতা প্রদানের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও শিক্ষামন্ত্রীর নিকট বিনীত আবেদন জানাইতেছি।

মোঃ মফিজুল ইসলাম শাহ্
প্রভাষক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ,
রদরগঞ্জ মহিলা ডিগ্রী কলেজ,
বদরগঞ্জ, রংপুর।